১৬ অগাস্ট ২০১৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অধিকার গত ১০ ই জুন ২০১৩ 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সমাবেশ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ৫ মে ২০১৩ হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ যে সমাবেশ ডাকে সেই সমাবেশকে কেন্দ্র করে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ যৌথ বাহিনীর হাতে ৬১ জন নিহত হয়েছে বলে অধিকার জানতে পারে। গত ১০ জুলাই ২০১৩ তথ্য মন্ত্রনালয় থেকে মৃতের তালিকা অধিকারের কাছে চাওয়া হলে গত ১৭ জুলাই ২০১৩ তারিখ অধিকার পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, ভিকটিমদের পরিবারগুলোর আশংকা তাদের পরিবারের সদস্যদের হয়রানী করতে পারে তাই ভিকটিমদের নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার যদি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে তবেই অধিকার ৫ ও ৬ মে ২০১৩ ঘটনার নিহতের তালিকা প্রকাশ করবে। কারণ তদন্ত কমিশন আইন ১৯৫৬ অনুযায়ী সরকারকে তদন্ত কমিশন গঠনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার অধিকারের এই সুপারিশ আমলে না নিয়ে গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ অধিকারের সেক্রেটারী আদিলুর রহমান খানকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেন। ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশ অধিকার এর দুটি ল্যাপটপ ও তিনটি সিপিইউ জব্দ করে, যার মধ্যে এ ঘটনার বেশ কিছু ভিক্টিমের তথ্য ছিল।

এই উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অধিকার মনে করে, ভিকটিম পরিবারগুলোর নিরাপত্তার স্বার্থে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে তালিকা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া উচিত। কারণ ইতিমধ্যেই ডিবি পুলিশ ভিকটিম পরিবারগুলোর ওপর নজরদারী করতে শুরু করেছে। এই প্রেক্ষাপটে অধিকার ৬১ জনের তালিকাটি জাতিসংঘের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের স্পেশাল র‍্যাপোর্টার, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ,অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র কে ১৬ অগাস্ট ২০১৩ এ প্রেরণ করলো।

প্রেরক
অধিকার টিম